পাতার খোঁজে

দিলরুবা শাহানা

বইয়ে ডুবে ছিলাম। বইটি এতই চমৎকার যে চারপাশের জীবন অস্তিত্ব হারালো ধীরে ধীরে, আপন সত্ত্বা ধ্যানের দেশে মিলিয়ে গেল

হঠাৎ টোকা শুনা গেল। ধ্যানের জগতে নাকি বাড়ীর দরজায়? কলিংবেল বাজলো না তবে টোকা দিল কেউ। কান পাতলাম আবার শুনার জন্য। যদি তিনবার টোকা দেয় বুঝবো সে এসেছে। তখন দরজা খুলবো নির্দ্বিধায়। তার সাথে ওই রকমই কথা। সে এলে কলিংবেল বাজায় না।

তার কলিংবেল বাজানো নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল। তারপর থেকে এক দুই তিন বার থেমে থেমে সে দরজা টুকে যায়। আমি ঘরে থাকলে তিন টোকা শুনে দরজা খোলার জন্য এগুতেই শুনতে পাই তার ফ্যাসফ্যাসে গলা।

'ইট'স মার্ক হিয়ার'

সে আমাদের বুড়ো ঘাসুড়ে বা লন মোয়িং করার লোক। কানে শুনতে কষ্ট হয় তার। কাছে গিয়ে জোরে বললেই তবে শুনে। দরজায় বেল বাজতে শুনলে ভিতর থেকে কে কে বলে যদি উত্তর না পাই দরজা খুলি না। উট্‌কো ঝামেলাও হাজির হতে পারে ভেবে। আগে দু'একবার ঘাসুড়ে এরকম বেল বাজিয়েছিল আর আমিও দরজার এপাশ থেকে কে কে বলে চেচিয়েছিলাম। সে উত্তর দেয়নি বলে আমি দরজা খুলিনি। ও দরজার ওপাশ থেকে আমার কথা শুনতে না পেয়ে চলে গিয়েছিল। লেটারবক্সে নোট রেখে গিয়েছিল কবে আসতে হবে জানতে চেয়ে। তারপর থেকে এই বন্দোবস্ত। এই পাড়াতে অন্য কারো লন মো করতে এলেও দরজায় টোকা দিয়ে হ্যালো বলবে। কবে আমাদের ঘাস কাটতে আসবে বলে যাবে। যথেষ্ঠ বয়স তার। আশি ছাড়িয়েছে বছর তিন আগে। একই দিনে দুই বাড়ীর ঘাস কাটতে পারেনা। তবে এই বয়সেও যথেষ্ঠ পরিশ্রমী ও নিজের কাজে খুব দক্ষ সে। ঘাস কেটে ব্যাগে পুরে নিয়েও যায়। আমার পরিবারের সবাই মিলে কোন এক সপ্তাহের একদিন সামনের আঙ্গিনা বা ফ্রন্ট ইয়ার্ড পরের সপ্তাহের একদিন পেছনের আঙ্গিনা বা ব্যাক ইয়ার্ডএর ঘাস কেটেছেটে সবুজ বিনে ভরতি

করতে গলদগর্ম হই। আর হারকিউলিসের মত শক্তিশালী এই আশি বছরের বুড়ো আমাদের লজ্জা দিয়ে দুই ঘণ্টার মাঝে সব ঘাস কেটেকুটে ব্যাগবন্দী করে ভ্যানে তুলে হাওয়া।

আবার দরজায় টোকা । এবার একটু জোরে। তিন নম্বর টোকা শুনার জন্য কান পাতলাম। তখনই টোকাটা পড়লো। নিশ্চিত জানি ঘাসুড়ে এসেছে। দরজা খুলে ভয় ও বিস্ময়ে আমি হতভম্ব।

আমাদের ঘাসুড়ের অবয়ব অবশ্য ভয় পাওয়ার মতই। বয়সের ভারে কাঁধ নুয়ে পড়েছে। মুখের কিছুটা দাড়িতে, কিছুটা চুলে ঢাকা, রোদে পুড়ে ফরসা রং ব্রোঞ্জের আভা ছড়ায় আর তার মাঝে নীল চোখ। ছোটবেলায় ওর সাক্ষাত পেলে অবশ্যই ভাবতাম...। কি ভাবতাম? ভাবতাম যে ওর জামার হাতার মাঝে আর পকেটে দু'চারটা জিন লুকিয়ে রেখেছে। এখন অবশ্য ভয় পাই না।

নাহ্ ঘাসুড়ে নয়। ভীতির কারন ইউনিফর্ম বা উর্দ্দি। ইউনিফর্ম পরা দু'জন নারী পুরুষ দরজায় দাড়িয়ে। পুলিশ মনে হচ্ছে না। সবুজ মেশানো পোষাকে। পানি পুলিশ নাতো? তবে পরিবেশ সুহৃদ মানুষ আমি। প্রকৃতির কোন কিছুর অপচয়ে কষ্ট পাই। পানি নষ্টতো দূরের কথা গাছপালা বাঁচাতেও চালডাল ধুয়া পানি ব্যবহার করছি। তেল-গ্যাস-কয়লার মত পানিও বাঁচাতে হবে। নদী শুষে নিলে কারবালার হাহাকার উঠবে এইসব কথা বলছেন জ্ঞানীরা। তবে আমার দরজায় উর্দ্দিপরা এরা কারা?

আমার ধনসম্পদ তেমন নেই যে চোরেদের লোভ জাগাবে বা আত্মীয়-বন্ধুদের চোখ ধাঁধাবে। নিতান্ত সাদামাটা জীবন যাপন। তবে এরা কিসের সন্ধানে এখানে?

ভদ্রলোক স্মিত হাসি মাখা মুখে বললেন যে একটা চারার খবর পেয়ে তারা এসেছেন। আমার হাত পা ঘামতে শুরু করেছে। এরা নিশ্চয় সরকারী দপ্তর থেকে এসেছে বুকমার্ক চারা হওয়া বিষয়ে অনুসন্ধান করতে? বাংলাতে লেখা বুকমার্ক চারা হওয়ার গল্প ওয়েবসাইটে প্রকাশের বিষয়ে বৃক্ষপ্রেমী সম্পাদকও একটু দ্বিধা করছিলেন। আল্‌গোছে সীমান্ত পেরিয়ে এসে পাতাটি কেমন সজীব চারা হয়ে উঠেছে! এতো সহজ ব্যাপার নয়। আমিই আশ্বস্ত করেছি এই বলে যে পাতাটি চারা হয়েছে ঠিকই, তবে কবে কোথায় এ নিয়ে ঝামেলা বাঁধলে ব্যাখ্যা দেওয়ার দায়িত্ব আমার।

এখন দেখছি ঝামেলা দরজায় এসে হাজির। আমিও সাহস করে জোর গলায় বললাম

‘পাতাটা চারা হয়েছে ঠিকই তবে জানলে কি ভাবে?’

মহিলা পরিস্কার বাংলায় বললেন

‘বাংলা-সিডনীর লেখা থেকে’

‘তো, পাতাটা বেঁচে উঠে কি কোন অন্যায় করেছে?’

ইচ্ছা হচ্ছিল বলি যে মানুষ লুকিয়ে ছাপিয়ে ড্রাগ, এ্যাণ্টিকস্ কতকিছু নিয়ে আসে আর আমিতো অজান্তে অনিচ্ছায় বইয়ের ভিতর রাখা একটা পাতা এনে ফেলেছি।

‘না মোটেও অন্যায় নয়, শুন আমরা সবুজ বাঁচাও আন্দোলন করছি, তোমার চারা তৈরীকে মন থেকে আমরা সমর্থন করি, বুঝেছ’

কবে, কোথায়, কিভাবে পাতাটি চারায় রূপান্তরিত হল সে কাহিনী ব্যাক ইয়ার্ডে ঘুরতে ঘুরতে ওদের শুনালাম। গাছ-পালার প্রতি আমার আগ্রহ দেখে ওদের খুব সহানুভূতি জাগলো।

লোকটি কাঁধের ব্যাগ থেকে একটি পাতা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললো

‘এটা নাইট কুইনের পাতা, দেখ এটাকে চারা করতে পার কিনা।’

তখনি দরজায় ঘটাং ঘটাং করাঘাত। উর্দ্দিধারী নারী-পুরুষ সব কিছু মুহূর্তে যাদুর মত উধাও।

ঘটনাটা তন্দ্রায় না জেগে দেখেছি নিশ্চিত বলতে পারবো না। সর্বশক্তিমানের দয়ায় বিপদ না ঘনিয়ে জুটলো সবুজ পাতার আশির্বাদ।

দরজা খুলে দেখি একটি পাতা পড়ে আছে। দেখি এটিও চারা হয়ে উঠে কি না কোনদিন। তখন পাঠক অবশ্যই জানতে পারবেন নতুন চারার গল্প।